গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.২৩.১৭৩

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

১। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা:

সমুদ্র বন্দরসমুহ, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহের সতর্ক সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

২। আজ ১০ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/ বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ০১ নম্বর (পুনঃ) ০১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

৩। আজ ১০ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

সিনপটিক অবস্থা: মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাস: বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): এ সময়ের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	রাজশাহী	রংপুর	ময়মনসিংহ	সিলেট	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.২	৩৪.৭	**৩৫.৫**	৩২.৭	৩৪.০	৩৪.৩	৩৫.০	৩৩.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.০	২৫.৫	২৬.২	২৭.০	২৫.৩	**২৪.২**	২৬.৩	২৫.৫

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সৈয়দপুর ৩৫.৫° সেঃ এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কুতুবদিয়া ও বান্দরবান ২৪.২° সেঃ।

(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪। অগ্নিকান্ড সম্পর্কিত তথ্যঃ

(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ০৮ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ০৯ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৩ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগ ভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৩	০	০
২।	ময়মনসিংহ	০	০	০
৩।	বরিশাল	২	০	০
৪।	সিলেট	১	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	চট্টগ্রাম	৪	০	০
৭।	খুলনা	১	০	০
৮।	রংপুর	২	০	০

	মোট	১৩	০	০

৫। নদ-নদীর পানি ও বৃষ্টিপাতের অবস্থাঃ

(২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০/১০ আগস্ট, ২০২৩ খৃঃ**)**

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- গঙ্গা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। অপরদিকে পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাসমূহের তথ্যানুযায়ী আগামী ২৪ ঘন্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন উজানে মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে উক্ত সময়ে এ অঞ্চলের সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল সময়বিশেষে বৃদ্ধি পেতে পারে।
- দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের (মুহুরী, ফেনী, হালদা, কর্ণফলী, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী) পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় তিস্তা নদী ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার কাছাকাছি অবস্থান করতে পারে।

নদ-নদীর পানি সমতলঃ

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশনঃ নেই।

নদীর নাম	পানি সমতল স্টেশন	বিপদসীমা (মিটার)	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
-	-	-	-	-	-

নদ-নদীর অবস্থাঃ

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০৯	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০০
বৃদ্ধি	৫৪	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
হ্রাস	৫২	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
অপরিবর্তিত	০৩	বিপদসীমার উপরে	**০০**
বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা			**০০**
বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা			০০

গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেঃ

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
ঢাকা	৭৪	মহেশখোলা (সুনামগঞ্জ)	৭১
বরগুনা	৭০	ফরিদপুর	৬৯
টেকনাফ	৫৭	সুনামগঞ্জ	৫০
দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর)	৫০	পটুয়াখালী	৪০

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অরুণাচল, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলেঃ

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
পাসিঘাট (অরুণাচল)	৬২	চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়)	৫২

৬। অতিবর্ষণের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে জেলাসমূহের অবস্থাঃ

চট্টগ্রামঃ জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত পত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক অতিবর্ষণের ফলে চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৬২টি ইউনিয়ন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে বেশ কিছু রাস্তাঘাট পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। জেলায় বর্তমানে পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ২,০৩,০৭২টি ও পানিবন্দি লোকসংখ্যা ৮,৪৩,৫০৫ জন। ৭৫৩টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে ৭,৫১৩ জন লোক এবং ৫১৩টি গবাদিপশু আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

কক্সবাজারঃ জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার থেকে প্রাপ্ত পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, মৌসুমী বায়ুর কারণে কক্সবাজার জেলায় ভারী বর্ষণ অব্যাহত আছে। ভারী বর্ষণের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ পরিস্থিতির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা ৮টি, পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ৫৪,০৫০টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা- ২,২০,২৭০ জন। জেলায় ১৫৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের বর্তমানে ২৮,৩৭০ জন লোক ও ৫৭০টি গবাদি পশুকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে।

বান্দরবানঃ সাম্প্রতিক অবিরাম ভারী বর্ষণের ফলে বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার ৩৪ ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। জেলায় মোট ২০৭টি আশ্রয়কেন্দ্র

খোলা হয়েছে এবং সেখানে ৮,৫০০ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

রাংগামাটিঃ জেলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটি থেকে প্রাপ্ত পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, অতিবর্ষনণের ফলে এ জেলায় ৪৬টি স্থানে ক্ষুদ্র পরিসরে পাহাড়ধসের সৃষ্টি হয়েছে। ৪৬টি ঘর ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তম্মধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ০১টি ঘরও রয়েছে। ০২টি ব্রীজ-কালভার্ট ও বিভিন্ন স্থানে পাকা সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ০৩টি বিদ্যুতের খুটি উপড়ে পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

জেলায় ২৩৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ১,১৯১ জন লোক অবস্থান করছেন। ঝুকিঁপূর্ণ এলাকায় মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা-ঘাট তাৎক্ষণিকভাবে যান চলাচলের উপযোগী করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখা হয়েছে। সকল দপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে, ইমার্জেন্সি রেসপন্স টীম এবং স্বেচ্ছাসেকবদের সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

ফেনীঃ জেলা প্রশাসন, ফেনী থেকে প্রাপ্ত পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, গতকাল সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত মুহুরি নদীর পানি বিপদসীমার ১০০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। গত ৬ (ছয়) দিনের টানা বৃষ্টিপাতের কারণে জেলার ফুলগাজী উপজেলার সদর ইউনিয়নের উত্তর বরইয়া এবং উত্তর দরতপুরে অবস্থিত মুহুরী নদীর বাঁধ ভেঙ্গে উত্তর বরইয়া, দক্ষিণ বরইয়া, বিজয়পুর, পূর্ব ঘনিয়ামোড়া, দক্ষিণ শ্রীপুর (সদর বাজার) প্লাবিত হয়। প্লাবিত এ এলাকায় প্রায় ৫০০ টি পরিবার পানিবন্দী অবস্থা্য় রয়েছে।

এছাড়া পরশুরাম উপজেলায় চিথালিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম এলাকায় অবস্থিত মুহুরী নদীর আংশিক বাঁধ ভেঙ্গে নোয়াপুর, পশ্চিম অলকা, ধনিকুন্ডা গ্রাম প্লাবিত হয়। প্লাবিত এ এলাকায় প্রায় ৪০০ টি পরিবার পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখ্য জলমগ্ন এ এলাকায় প্রায় ৫০০ হেক্টর ফসলি জমি ও ৩০ হেক্টর সবজি ক্ষেত পানির নিচে তলিয়ে গেছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলায় ১৯টি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পানিবন্দী লোকদের নৌকায় করে নিরাপদ স্থান/আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসার কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া উপদ্রুত এলাকায় পর্যাপ্ত পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সরবরাহ করা হয়েছে।

মানবিক সহায়তা প্রাদনের জন্য ফুলগাজী উপজেলায় ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ও ত্রাণ কার্য (চাল) ৩ মে: টন (তিন) উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফুলগাজী উপজেলায় ৪০০ প্যাকেট শুকনা খাবার প্রস্তুত করে ৩০০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে।

পরশুরাম উপজেলায় ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ও ত্রাণ কার্য (চাল) ৩ মে: টন (তিন) উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পরমুরাম উপজেলায় ৪০০ প্যাকেট শুকনা খাবার প্রস্তুত করে ২৫০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে।

অতিবর্ষণের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাঃ

অতিবর্ষণের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে উপদ্রুত এলাকার জনগণের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে অদ্য ০৮/০৮/২০২৩খ্রিঃ তারিখ সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের পর্শ্বে উল্লিখিত পরিমান ত্রাণ কার্য (চাল), ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমান (টাকা)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমান (প্যাকেট/বস্তা)
১।	কক্সবাজার	১০০ (একশত)	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)	৩,০০০ (তিন হাজার)
২।	চট্টগ্রাম	১০০ (একশত)	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)	৩,০০০ (তিন হাজার)
৩।	বান্দবান	১০০ (একশত)	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)	৩,০০০ (তিন হাজার)
	মোট=	**৩০০ (তিনশত**	**৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ)**	**৯,০০০ (নয় হাজার)**

১২-০৮-২০২৩
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ (ফোন)
৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬ (ফ্যাক্স)
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১, এনডিআরসিসি অনুবিভাগ , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.২৩.১৭৩/১ (১৩)

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;

২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

৩। সচিব , প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

৪। সচিব, সচিবের দপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;

৫। সচিব, সচিবের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

৬। মহাপরিচালক , মহাপরিচালকের দপ্তর , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

৭। বিভাগীয় কমিশনার (সকল);

৮। পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।;

৯। উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

১০। জেলা প্রশাসক(সকল);

১১। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

১২। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। এবং

১৩। সহকারী পরিচালক , যানবাহন শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

১২-০৮-২০২৩
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা